ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদক পরিচালিত গণশুনানি: কার্যকরতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মো. ওয়াহিদ আলম, মো. রেযাউল করিম ও মো. শহিদুল ইসলাম

৫ নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- গণশুনানি একটি প্রক্রিয়া যেখানে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সামনে সেবাগ্রহীতা বা অংশীজন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থাপন এবং তা নিরসনকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি হয়;
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে;
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদান, সরকারি সেবায় সংক্ষুব্ধি নিরসন ব্যবস্থা এবং নাগরিক পুনর্নিবেশ (ফিডব্যাক) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে;
- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গণশুনানি আয়োজনে এক অফিস আদেশ জারি করা হয় (১ জুন ২০১৪)। এর আলোকে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গণশুনানির ওপর গুরুত্বারোপ করছে;
- ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত দুদক টিআইবি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি'র (দুপ্রক) সহযোগিতায় ৩৫টি গণশুনানির আয়োজন করে;
- আয়োজিত গণশুনানিগুলো হয়রানিবিহীন ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন হয় নি;
- এ প্রেক্ষাপটে দুদক পরিচালিত গণশুনানির কার্যকরতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণে টিআইবি এই গবেষণা হাতে নিয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদক পরিচালিত গণশুনানির ভূমিকা পর্যালোচনা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো -

১. দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত সংক্ষোভ নিরসনে গণশুনানির কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ করা।

২. অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে গণশুনানির প্রভাব তুলে ধরা।

৩. গণশুনানি কার্যক্রম আয়োজন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

৪. গণশুনানির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণা পরিধি

- গবেষণায় বিবেচ্য সময় ও নির্বাচিত গণশুনানি: গণশুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে এমন গণশুনানি নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় - ডিসেম্বর ২০১৪ - জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৭টি গণশুনানি হয়

- মুক্তাগাছা, নড়াইল সদর, চারঘাট, ভাণ্ডারিয়া - এই চারটি শুনানির অভিযোগকারী সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য (নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি) না থাকায় জরিপভুক্ত করা যায় নি। এমতাবস্থায়, চূড়ান্তভাবে গবেষণা উপযোগী গণশুনানির সংখ্যা ১৩টি।

দুদক ও দুদক-টিআইবি আয়োজিত ১৩টি গণশুনানি

আয়োজনের সাল	সংখ্যা
২০১৫	৫
২০১৬ (জুন পর্যন্ত)	৮

আয়োজনের স্থান	সংখ্যা
উপজেলা সদর	৯
জেলা সদর	১
মেট্রোপলিটন এলাকা	৩

আয়োজক	সংখ্যা
দুদক (দুপ্রক) ও টিআইবি (সনাক)	৫
দুদক (দুপ্রক)	৮

১৩টি গণশুনানিতে মোট অংশগ্রহণকারী

- মোট অভিযোগকারী-২৯৯ জন;
- মোট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান-৫৯ টি

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে

তথ্যের উৎস: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস

পরোক্ষ তথ্যের উৎস: প্রাসঙ্গিক বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, নথি ও গণশুনানির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস: অভিযোগকারী, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, গণশুনানি আয়োজন ও বাস্তবায়নে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

১৩টি গণশুনানিতে অংশ নেওয়া অভিযোগকারী ও সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্যদাতার সংখ্যা-

- অভিযোগ উত্থাপনকারীদের সাক্ষাৎকার - ১৯৫ জন
- অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/খাত/অফিসের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার - ৫১টি

চলমান..

গবেষণা পদ্ধতি

মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার: গণশুনানি সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অংশীজনদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়

- জেলা প্রশাসক
- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
- দুদকের কমিশনার ও কর্মকর্তাবৃন্দ (ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের)
- জেলা ও উপজেলার দুপ্রক প্রতিনিধি
- 'সচেতন নাগরিক কমিটি' (সনাক) প্রতিনিধি
- অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি (বিশ্বব্যাংক)

তথ্য সংগ্রহের টুলস্: অভিযোগকারী ও অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য দুটি আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র, মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য পৃথক-পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার সময়কাল: ডিসেম্বর ২০১৬ - আগস্ট ২০১৭

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়: ফেব্রুয়ারি - জুন ২০১৭

গবেষণার পর্যবেক্ষণ

গণশুনানি সম্পর্কে অভিযোগকারীদের অবহিত হওয়ার মাধ্যম (n=১৯৫)

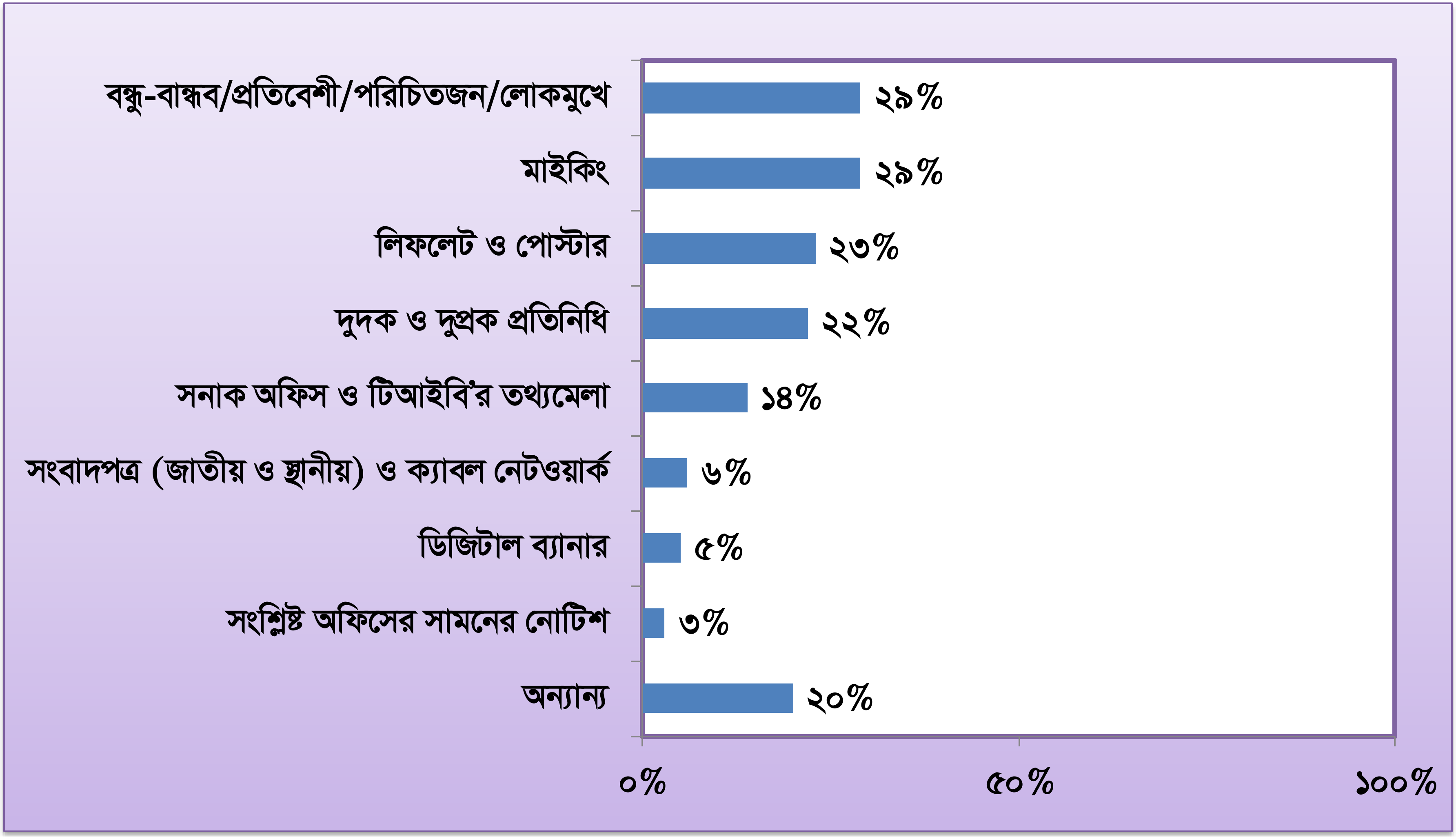

বি.দ্র.: অন্যান্য মাধ্যম হলো- ইউএনও অফিস থেকে চিঠির মাধ্যমে, অনুষ্ঠান স্থলে হঠাৎ উপস্থিত, তৎকালীন বিআরটিএ চেয়ারম্যানের মাধ্যমে, ডিজিটাল ব্যানার ও নিজস্ব উকিলের মাধ্যমে ইত্যাদি

গণশুনানিতে অভিযোগ জমার দেওয়ার সময় (n = ১৯৫)

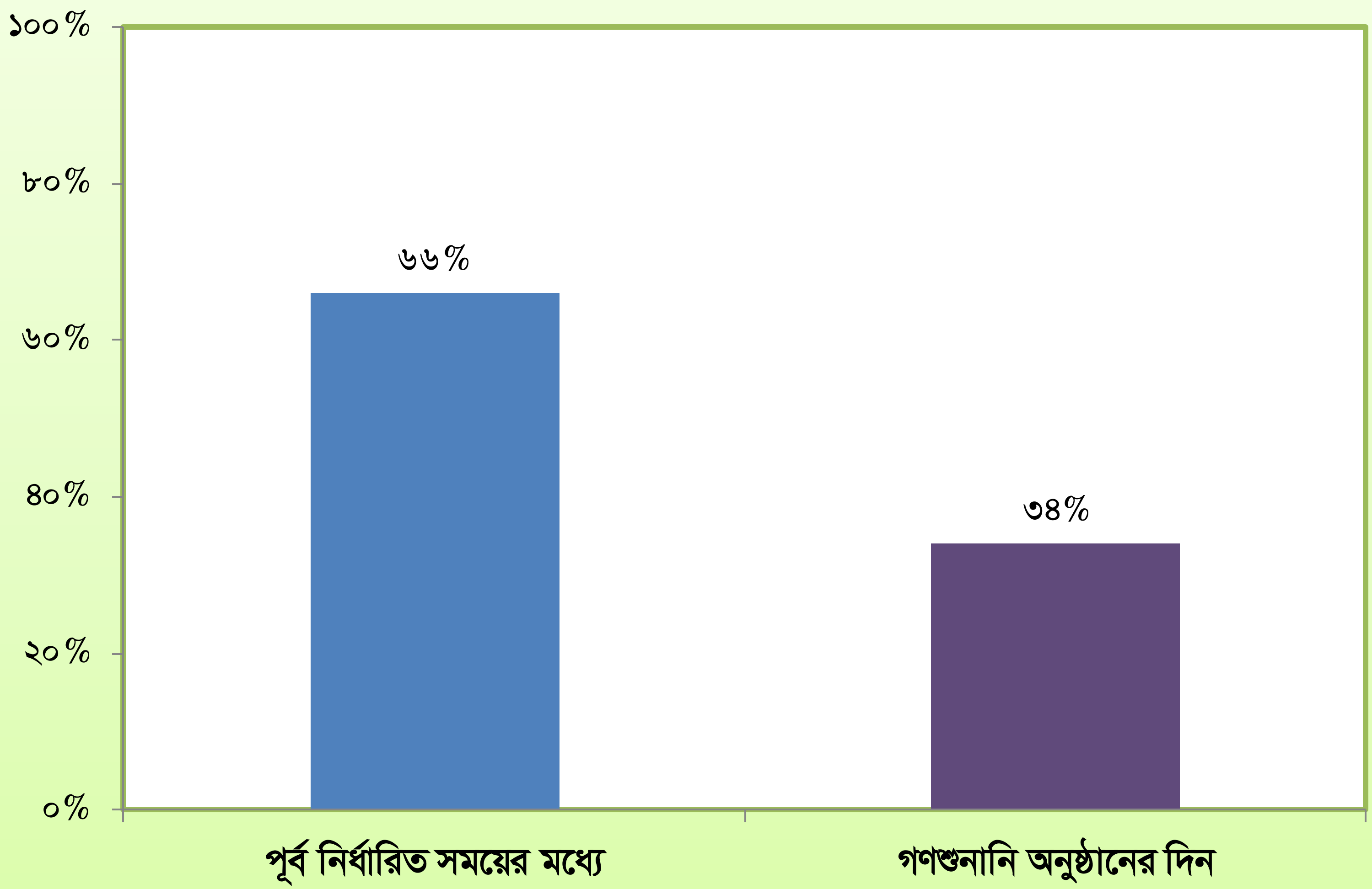

গণশুনানিতে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ প্রাপ্তি (n = ১৯৫)

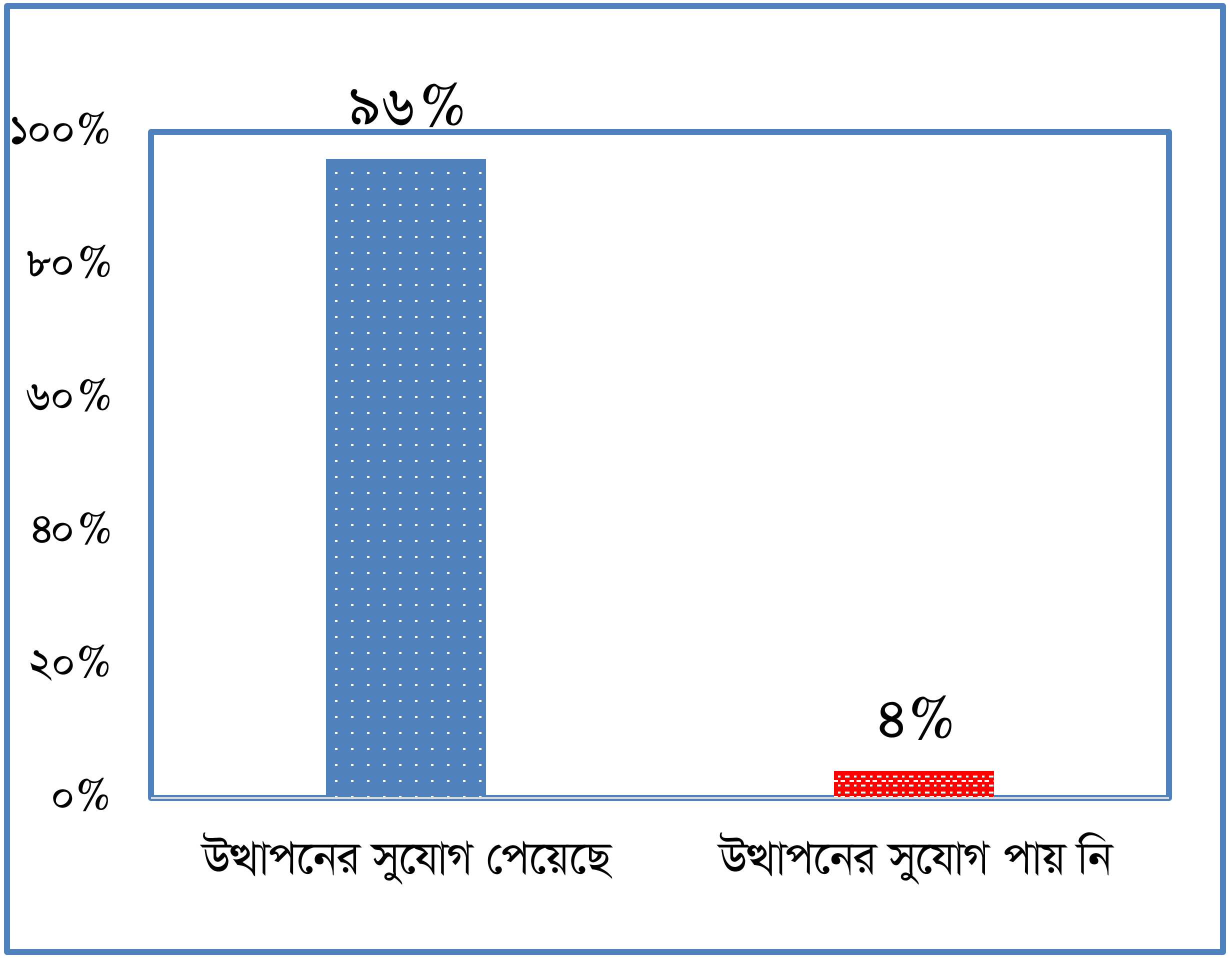

অভিযোগকারী কর্তৃক নির্ভয়ে অভিযোগ উত্থাপন (n = ১৮৬)

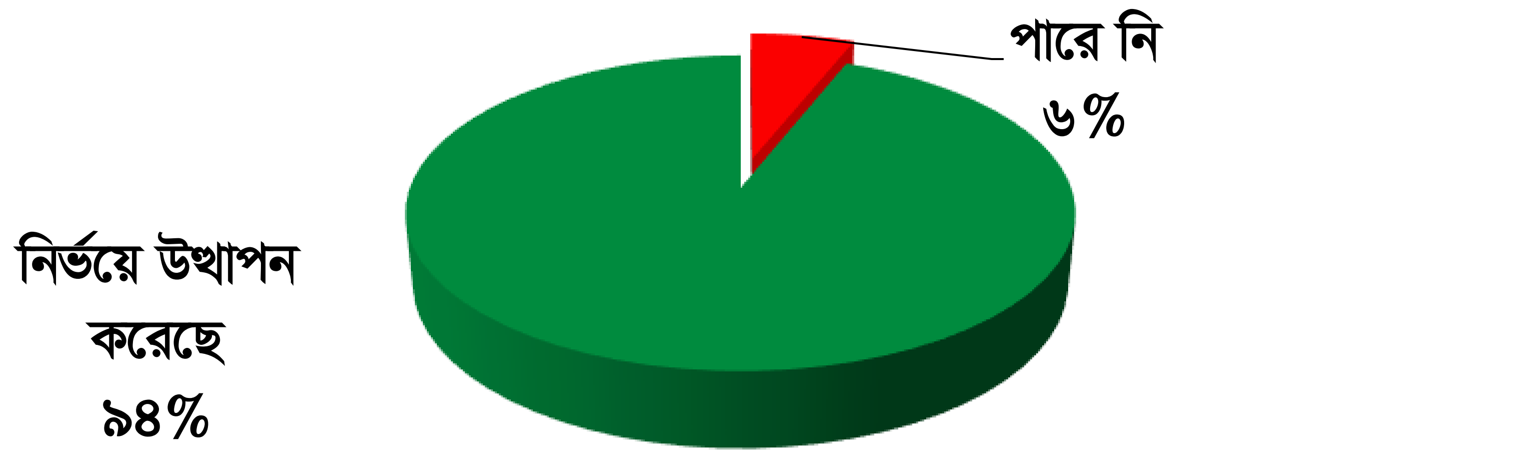

নির্ভয়ে অভিযোগ উত্থাপন না করতে পারার কারণঃ

- কর্তৃপক্ষের ভয়ে
- পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত বা সেবা না পাওয়ার আশংকা
- হয়রানির শিকার হওয়ার ভয়
- রাজনৈতিক/প্রভাবশালীদের বাধা ও চাপ

প্রতিষ্ঠানভেদে জরিপকৃত অভিযোগের বিন্যাস (n = ১৯৫)

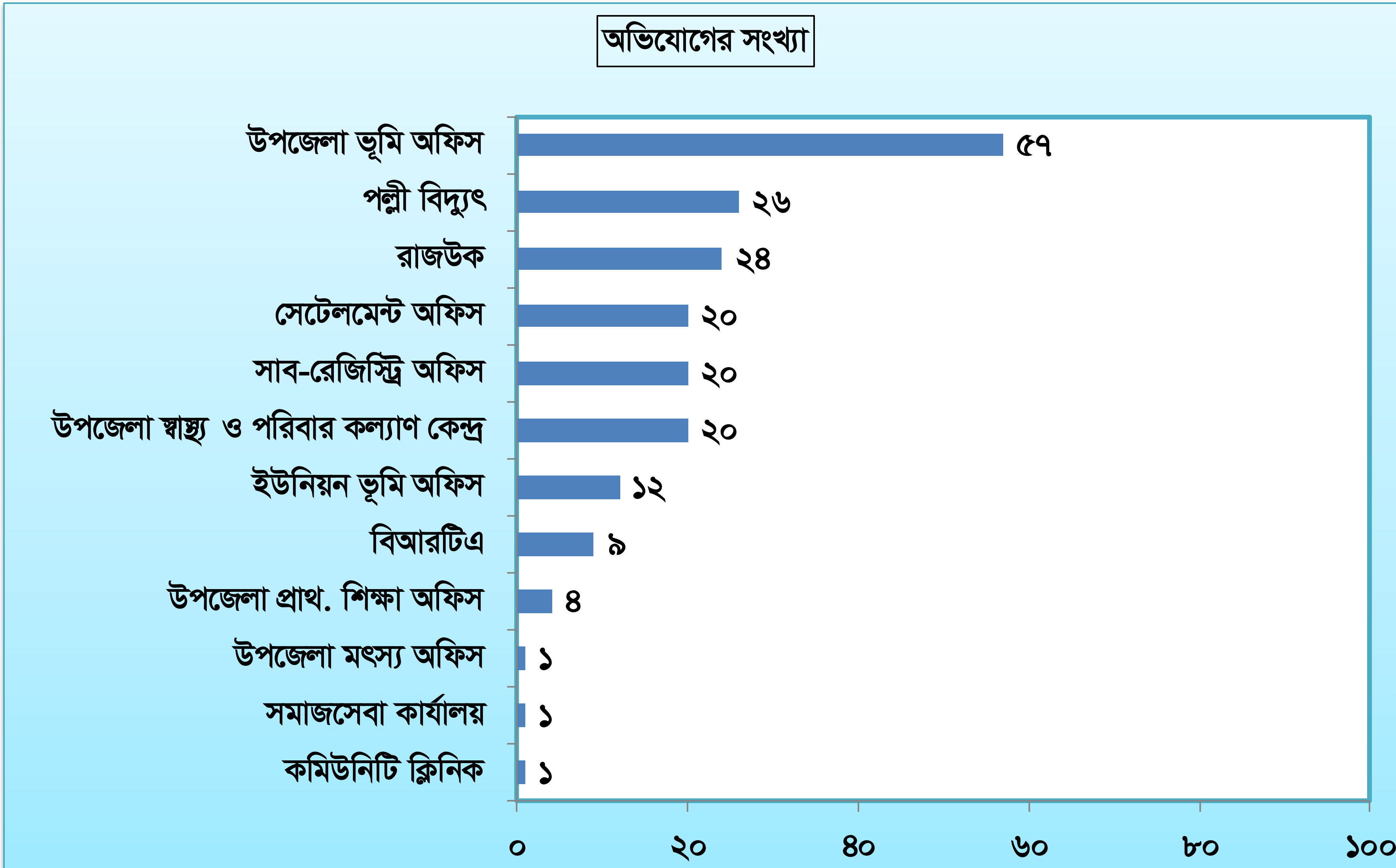

ভূমি সেবা সংশ্লিষ্ট অভিযোগ: ১৩৩টি; অন্যান্য সেবা বিষয়ক অভিযোগ: ৬২টি

প্রতিষ্ঠানভেদে জরিপকৃত অভিযোগের বিন্যাস (n = ১৯৫)

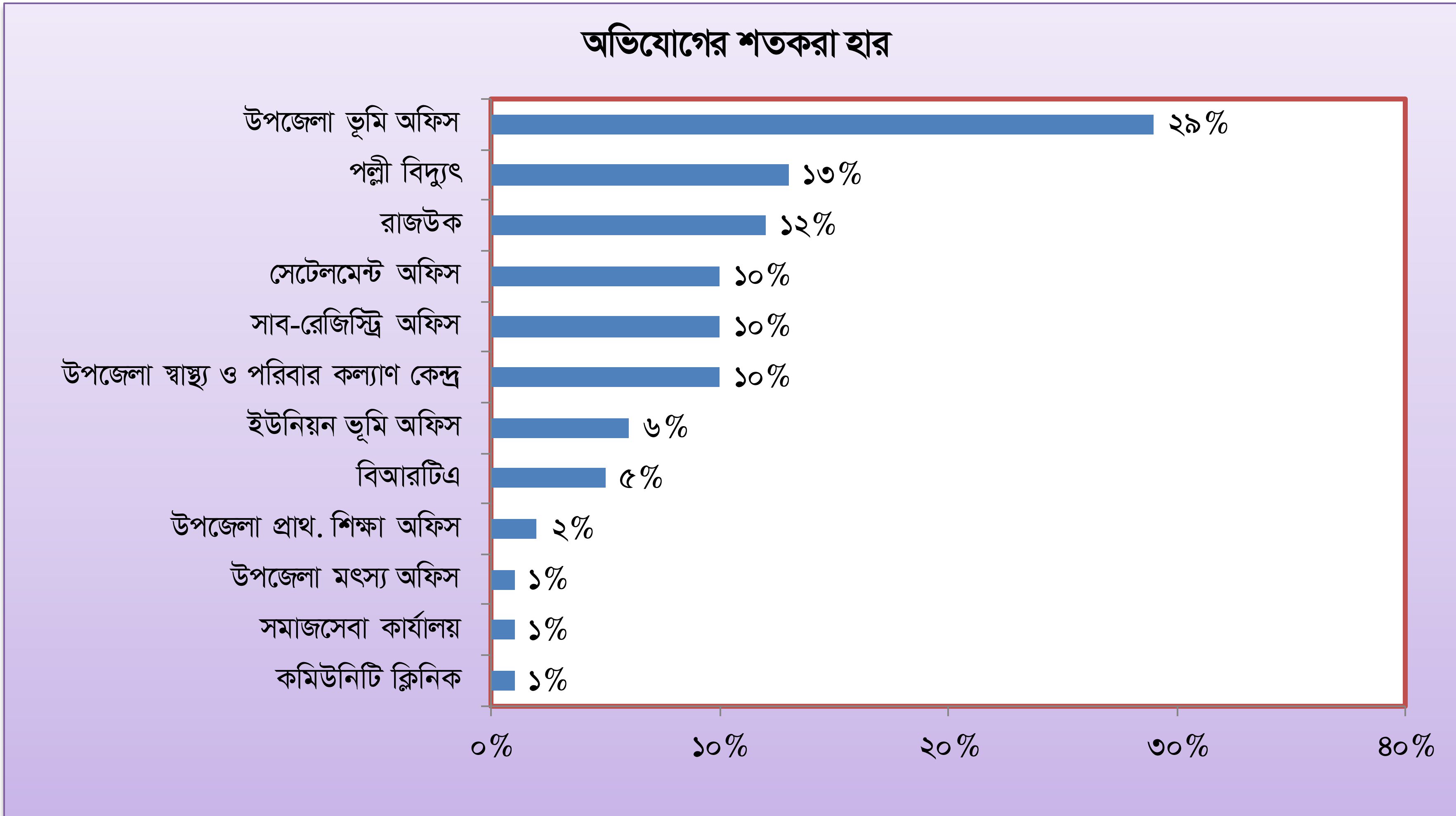

ভূমি সেবা সংশ্লিষ্ট অভিযোগ: ৬৭%; অন্যান্য সেবা বিষয়ক অভিযোগ: ৩৩%

গণশুনানি চলাকালে সমস্যা সমাধানে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতি (অভিযোগকারীদের মতামত)

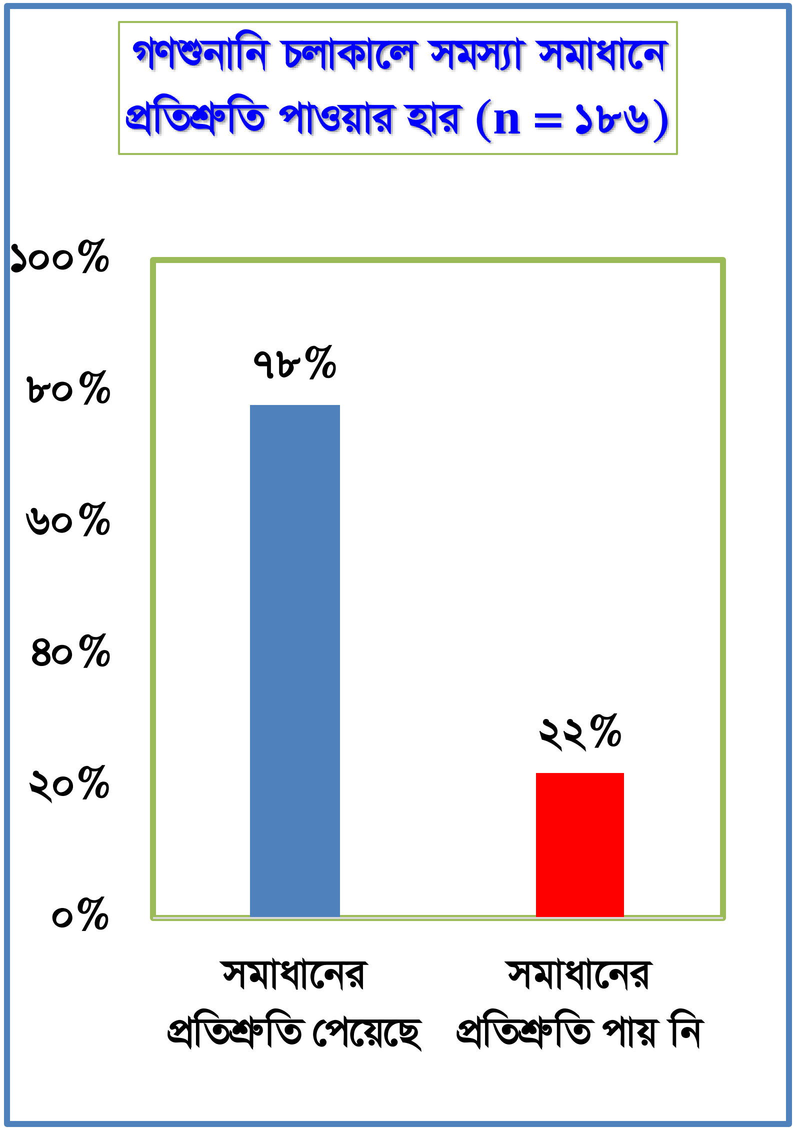

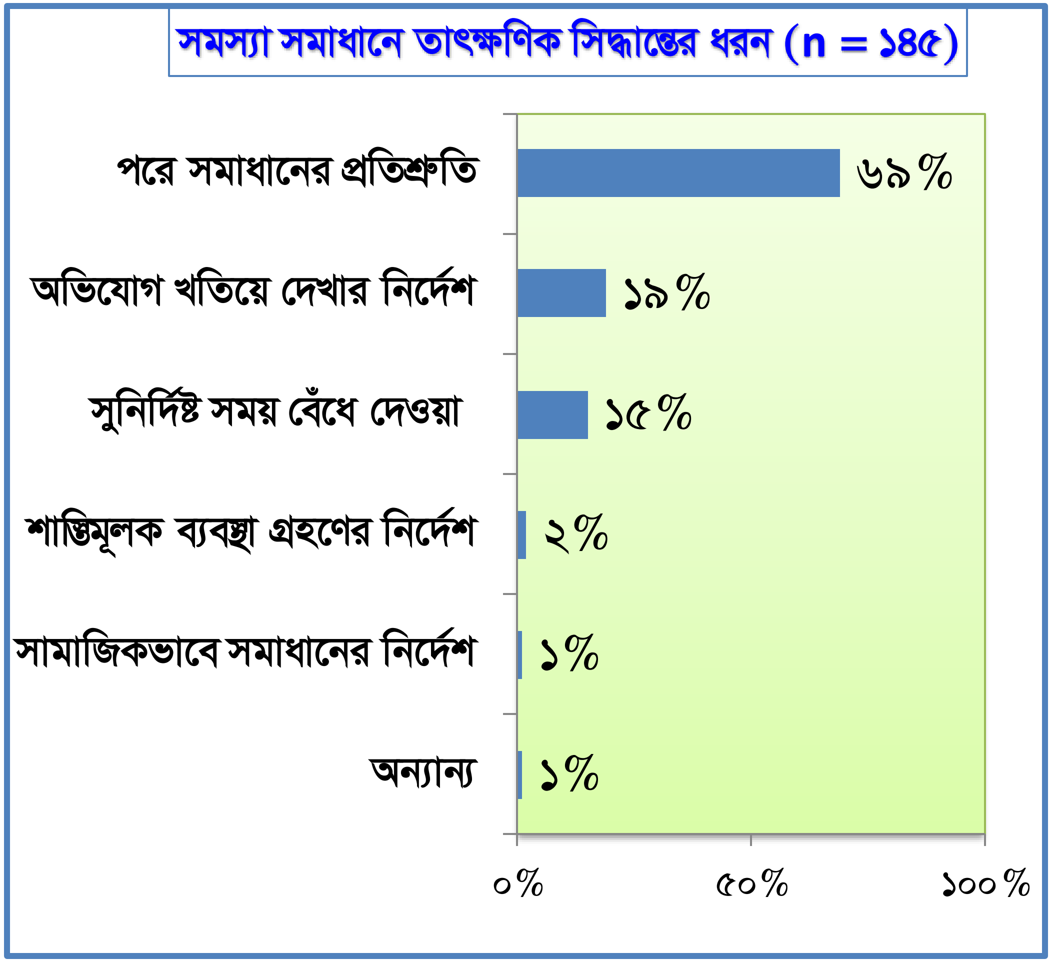

গণশুনানির পর অভিযোগ নিরসনে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ (n = ৫১)*

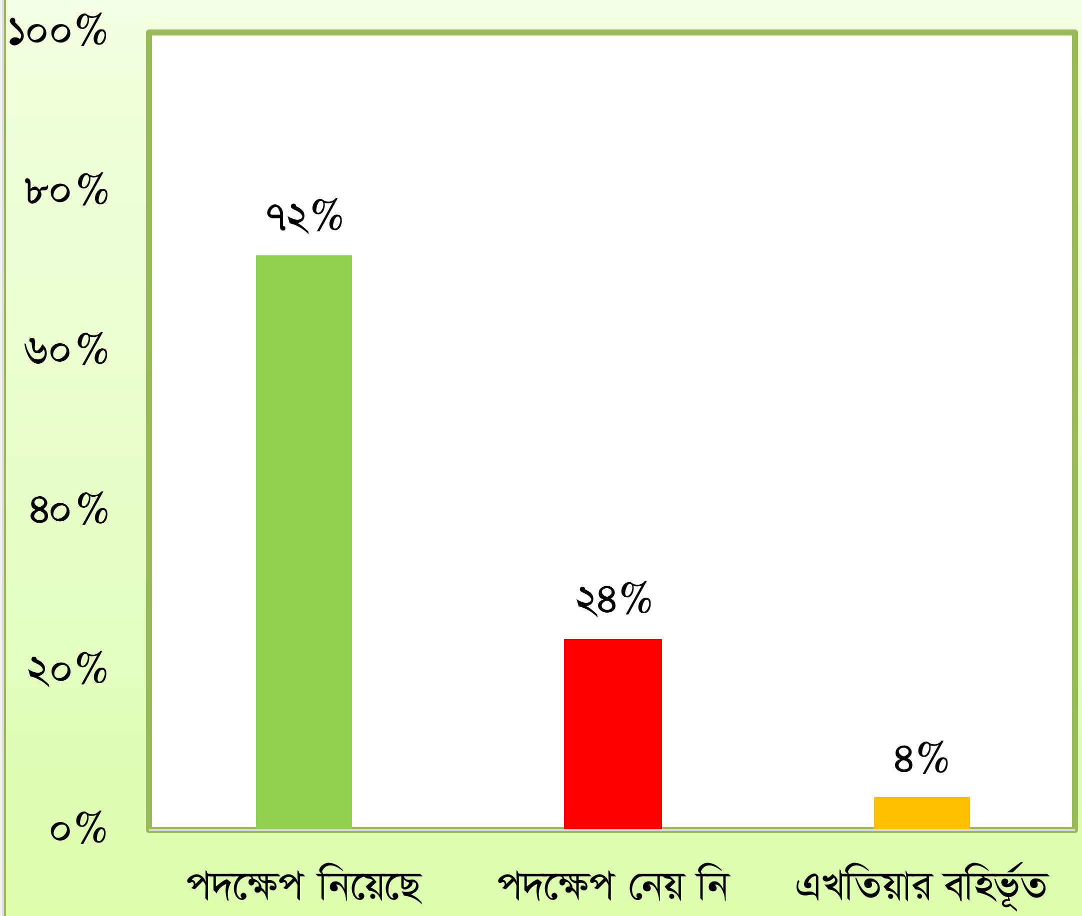

গৃহীত পদক্ষেপ

১. অভিযোগ খতিয়ে দেখা
২. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
৩. সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে সমস্যা সমাধান করতে নির্দেশ প্রদান
৪. গ্রাহক সেবা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ
৫. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা
৬. সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে দেওয়া
৭. অভিযোগ সমাধানের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া

* কর্তৃপক্ষের মতামত

গণশুনানি পরবর্তীতে সমস্যা সমাধানের চিত্র (জরিপ চলাকালীন পর্যন্ত/n = ১৮১*)

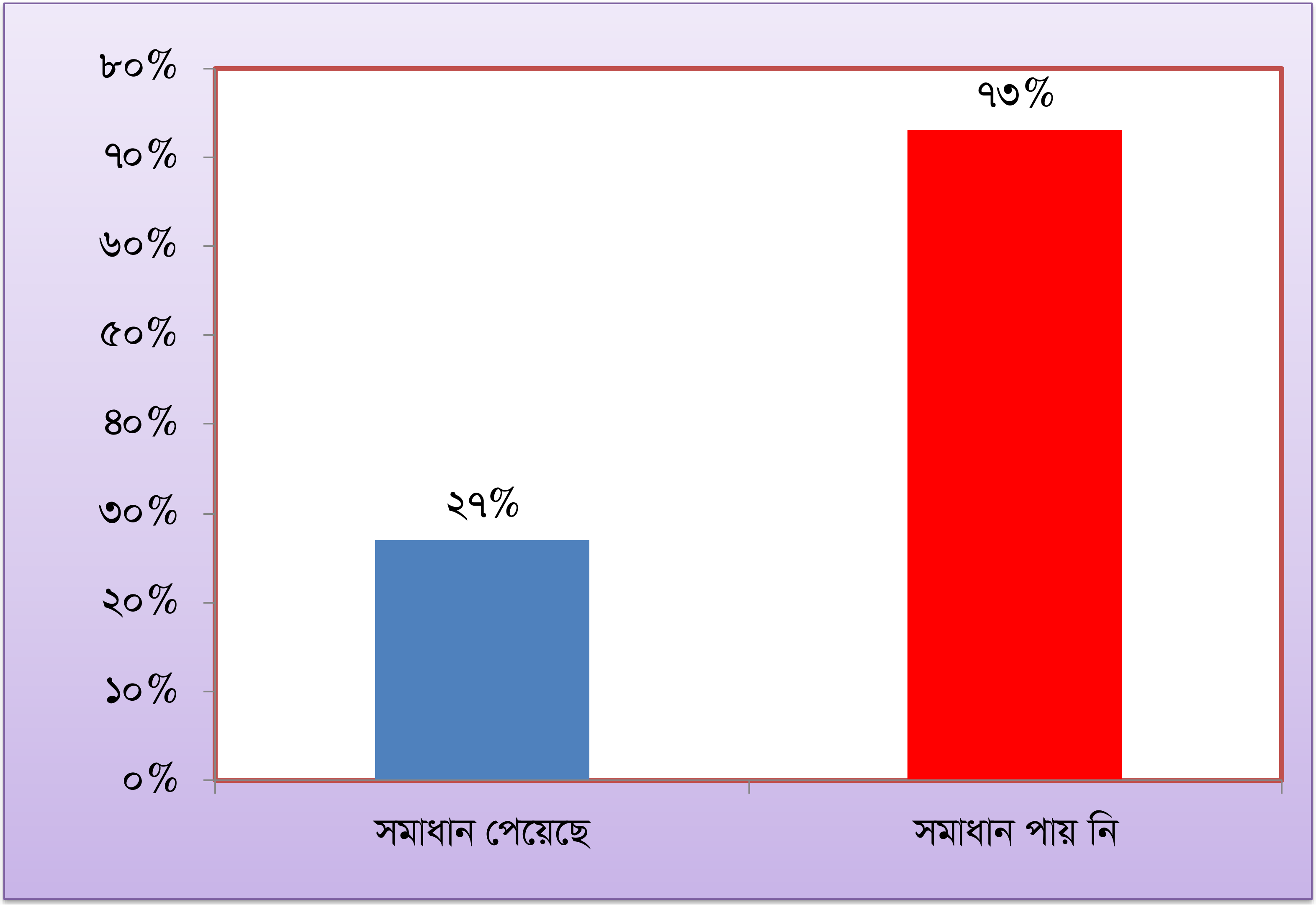

*১৮৬ জনের মধ্যে পাঁচজনের তথ্য পাওয়া যায় নি

প্রতিষ্ঠানভেদে গণশুনানি পরবর্তী সমস্যা সমাধানের চিত্র (n = ১৮১*)

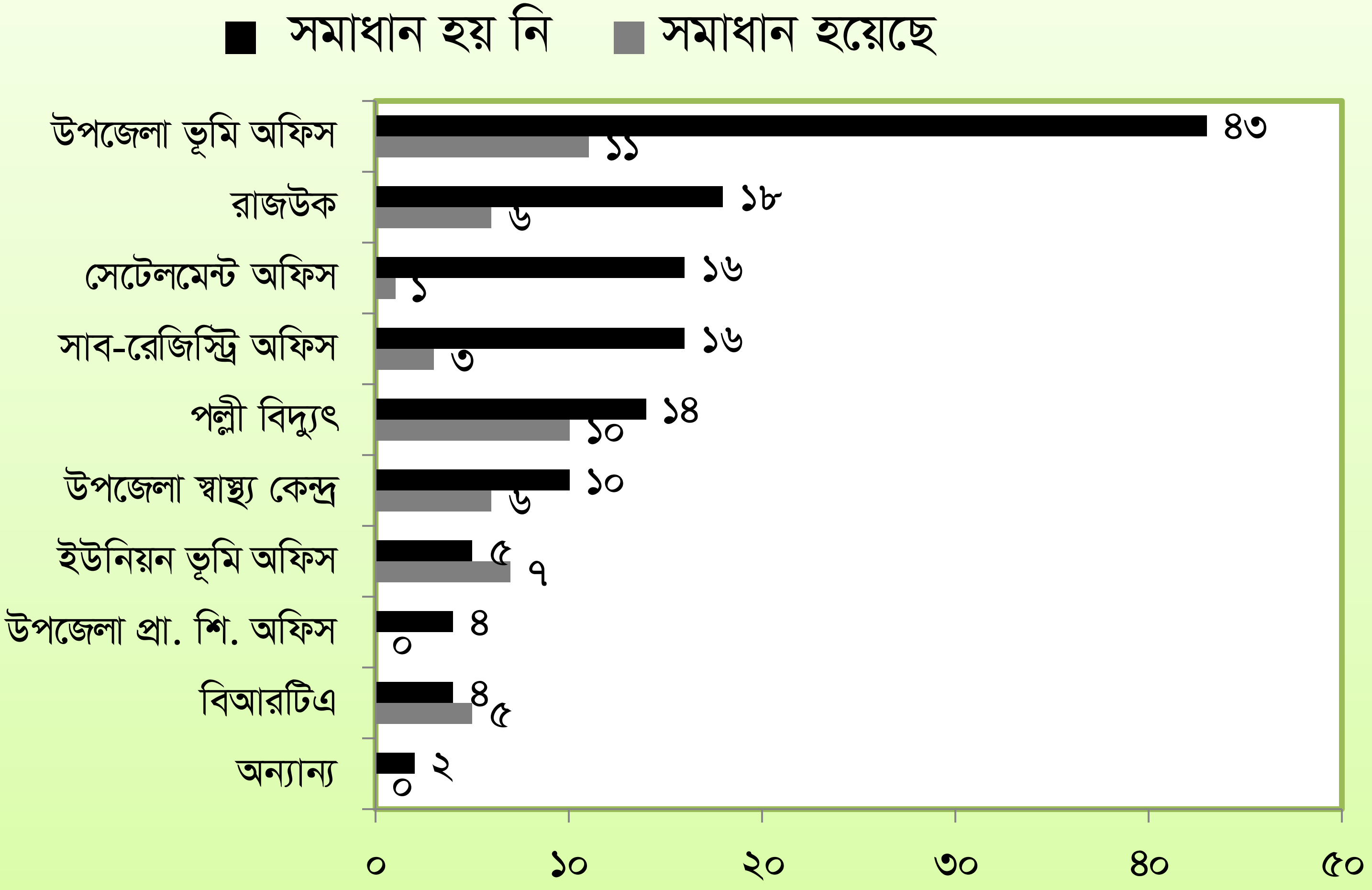

- সমাধান হয়নি: ১৩২টি
- সমাধান হয়েছে: ৪৯টি

*পাঁচজনের তথ্য পাওয়া যায় নি

গণশুনানির পর অভিযোগ সমাধান না হওয়ার কারণ সম্পর্কে অভিযোগকারীদের মতামত (n = ১২১*)

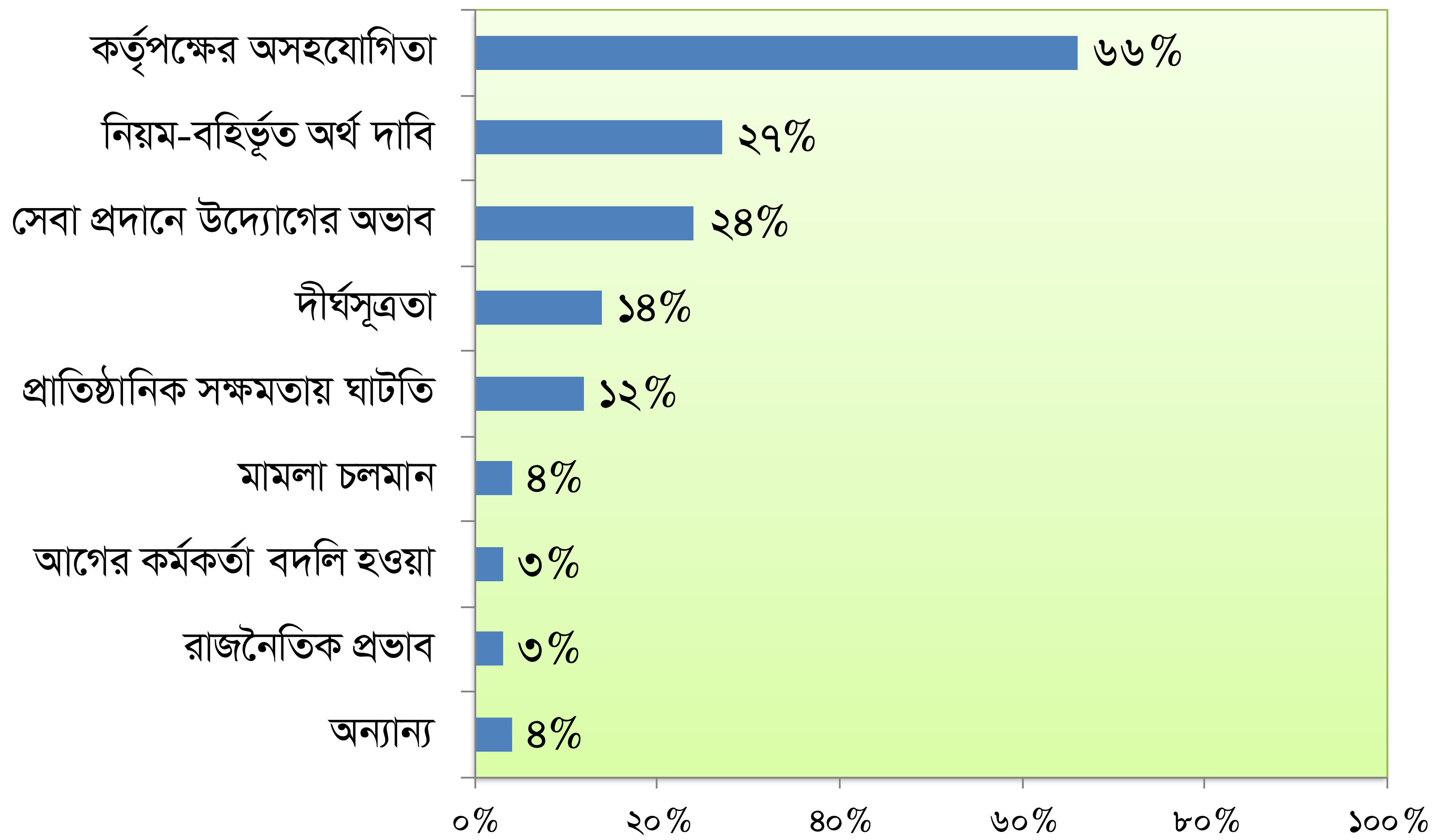

*১৩২ জনের মধ্যে ১১জনের তথ্য পাওয়া যায় নি

অভিযোগকারীদের মতামত অনুযায়ী গণশুনানির ইতিবাচক দিক (n = ১৯০)

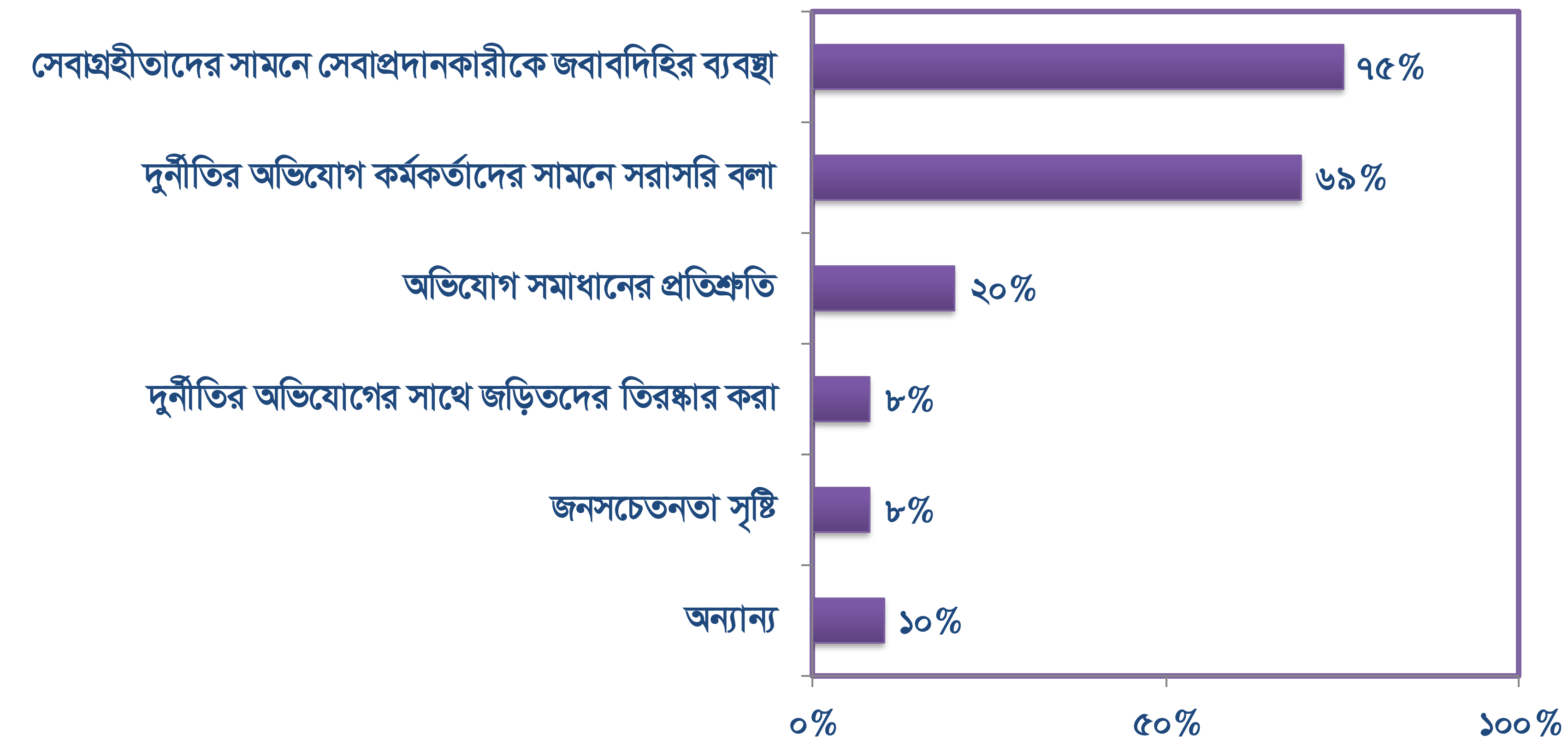

'গণশুনানি হতদরিদ্র মানুষের জন্য একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম, কারণ সাধারণ মানুষই বেশি হয়রানির শিকার হয়। গণশুনানি এই মানুষদের অভিযোগ জানানোর জন্য একটি বিশেষ সুযোগ করে দেয়।'

সূত্র: জনৈক মুখ্য তথ্যদাতা, ০২/০৬/২০১৭

অভিযোগকারীদের মতামত অনুযায়ী গণশুনানির নেতিবাচক দিক (n = ১৩৬)

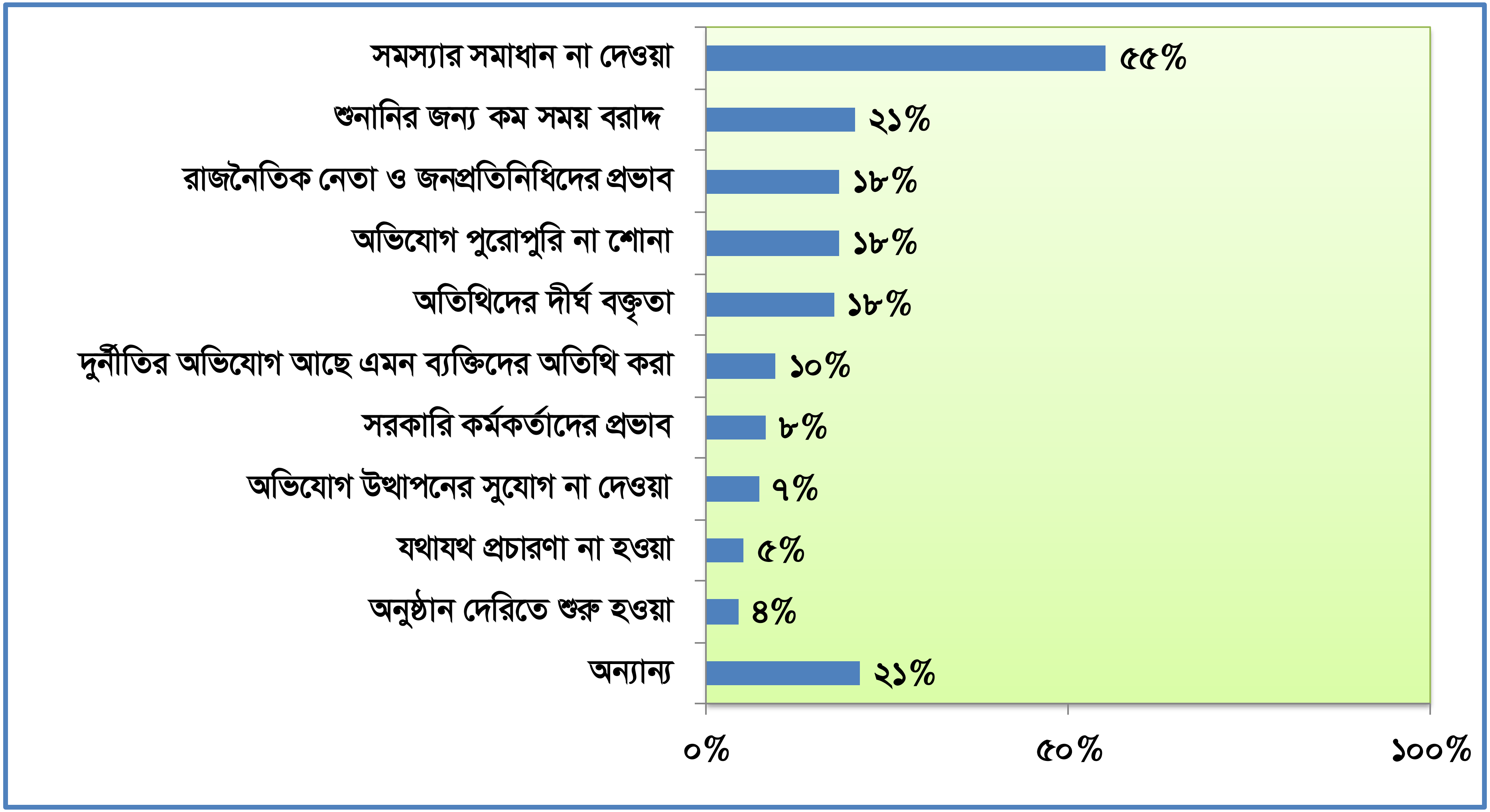

অন্যান্য: অনুষ্ঠান চলাকালে তর্ক-বিতর্ক, এড়িয়ে যাওয়া, বাইরের লোক এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও কম উপস্থিতি, ইত্যাদি

*৫৫ জন কোনো নেতিবাচক দিক উল্লেখ করেন নি

গণশুনানি পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবার অভিজ্ঞতা (n = ১৪৬)

- গণশুনানির পর ৭৮% অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পুনরায় সেবা নিতে গিয়েছে

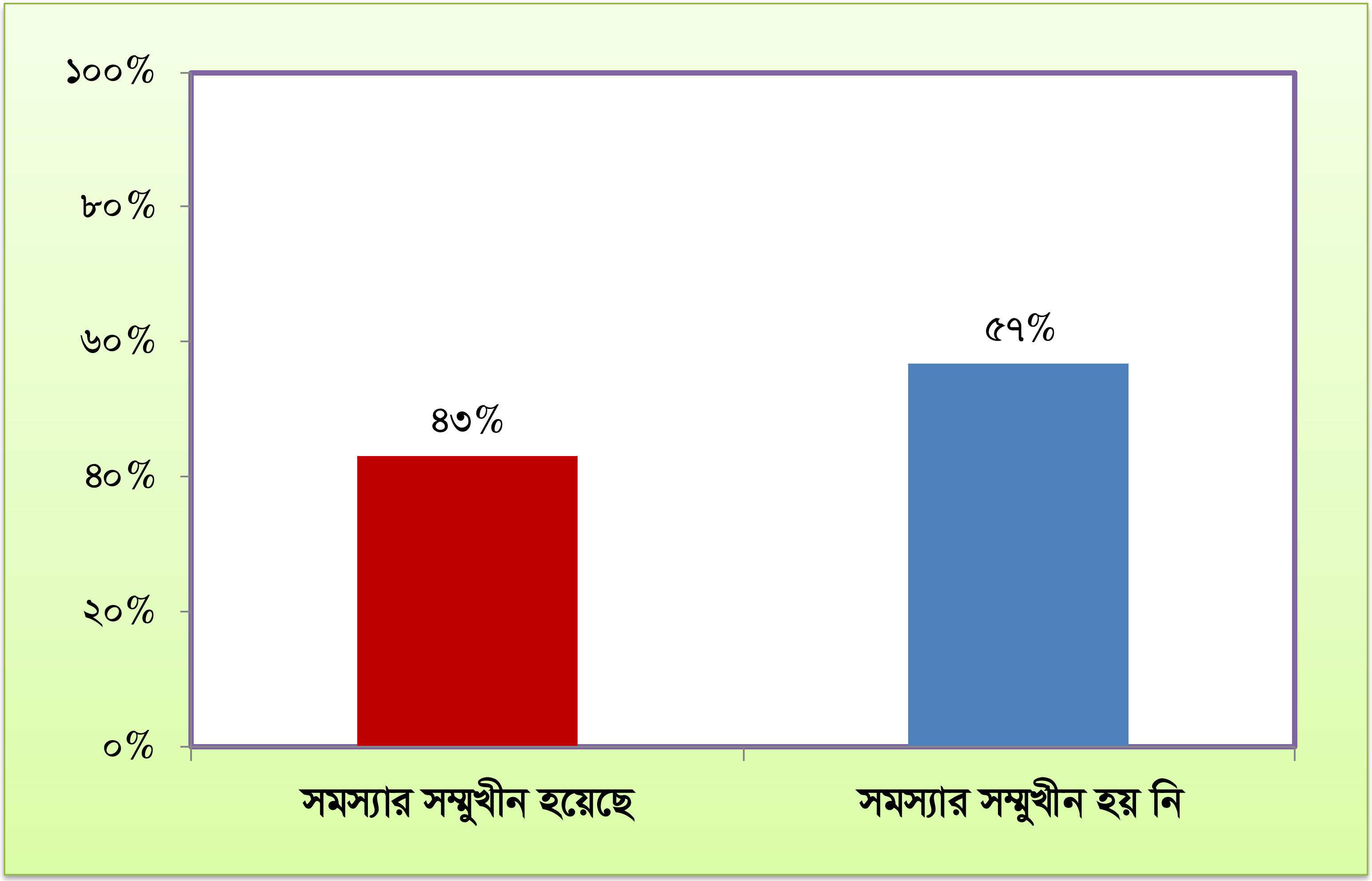

গণশুনানি পরবর্তী সেবা নিতে গিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার ধরন (n = ৬০)

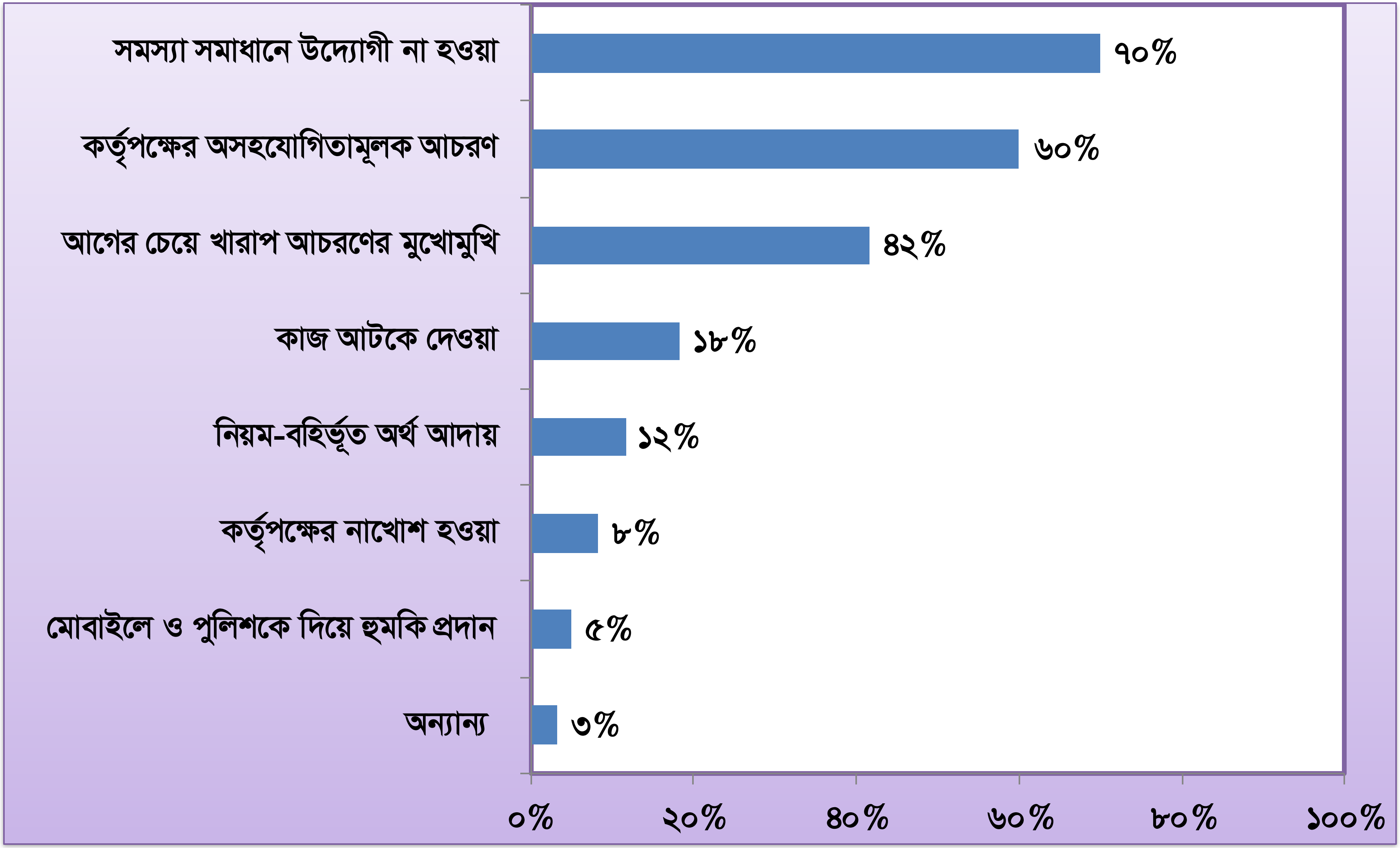

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গণশুনানির পর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ (n = ৫১)

- গণশুনানির পর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ৯৬% প্রতিষ্ঠান

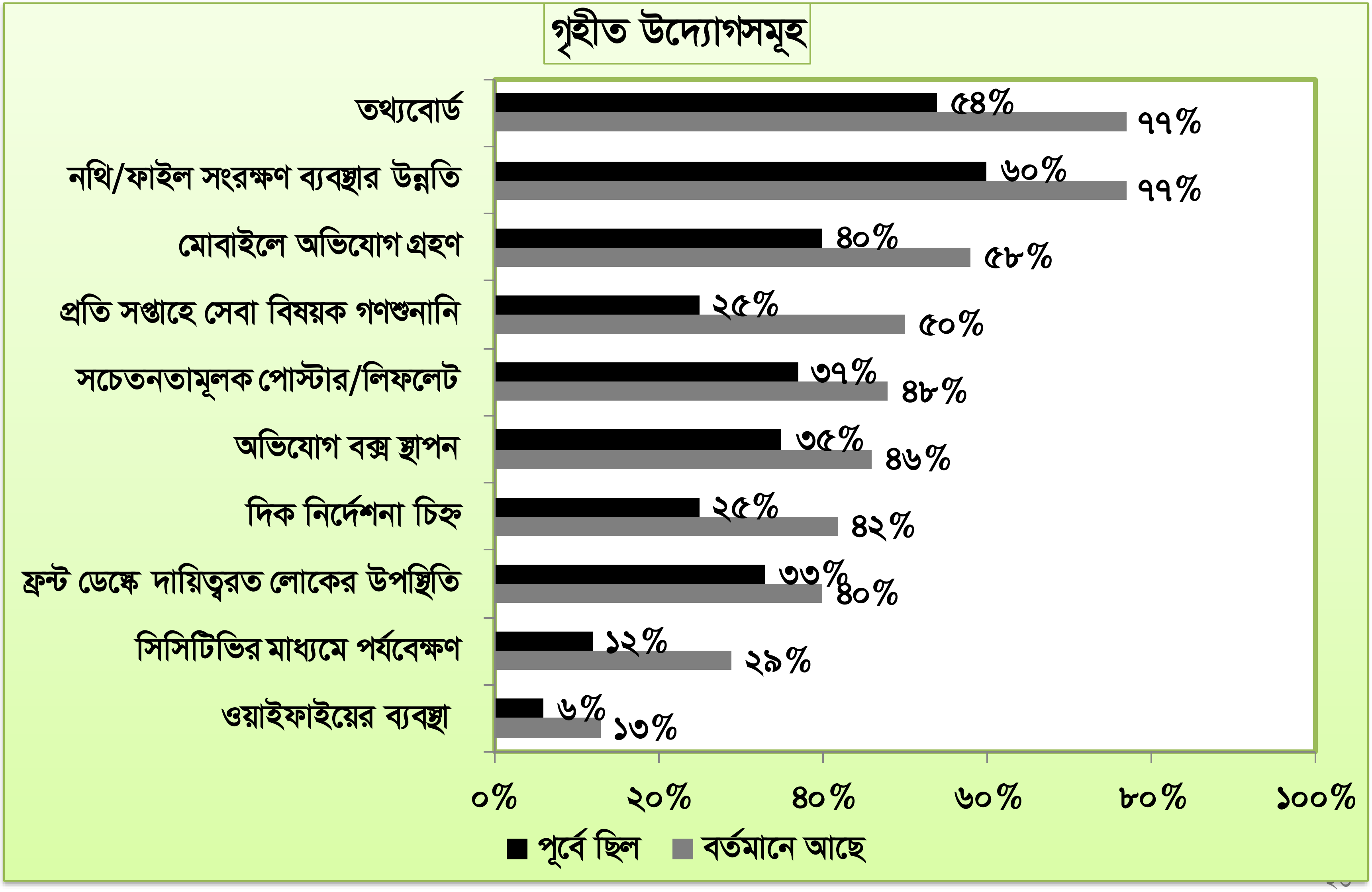

গণশুনানি আয়োজন ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

গণশুনানি আয়োজন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ

১. **গণশুনানি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব:** গণশুনানি কী, কেন করা হয় এবং এতে কী উপকার হবে সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন নয়।

২. **সেবা সম্পর্কে ধারণার অভাব:** সেবাগ্রহীতাদের অনেকে জানেন না, কোন ধরনের সরকারি সেবা কীভাবে পাওয়া যায়, কে কাজটির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং কার এখতিয়ার কতটুকু। এর ফলে এক অফিসের অভিযোগ অন্য অফিসের বিরুদ্ধে উত্থাপন করে।

৩. **পর্যাপ্ত প্রচারণার অভাব:** সাধারণত উপজেলা বা জেলা সদরকে কেন্দ্র করে গণশুনানি অনুষ্ঠানের ওপর জনপ্রচারণা সীমাবদ্ধ থাকে।

৪. **প্রান্তিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কম অংশগ্রহণ:** গণশুনানির আয়োজন স্থল উপজেলা কিংবা জেলা সদরে হওয়ায় প্রান্তিক অঞ্চলের জনসাধারণের গণশুনানিতে আসার ও অংশগ্রহণের সুযোগ কম।

৫. **অভিযোগ জমা দিতে দ্বিধা:** অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে স্থাপিত অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ জমা দিতে দ্বিধাবোধ করে।

গণশুনানি আয়োজন ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

৬. **অভিযোগ উত্থাপনে বাধা:** কিছু স্থানে অভিযোগ উত্থাপন না করতে দালাল, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

৭. **সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের অনাগ্রহ ও অনুপস্থিতি:** অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একাংশ ব্যস্ততা ও বিভিন্ন অজুহাতে বা কারণে গণশুনানিতে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ এবং অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ।

৮. **দুদকের জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দের ঘাটতি:** গণশুনানির জন্য দুদকের জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া সকল জেলায় দুদকের কার্যালয় না থাকায়, অনেক ক্ষেত্রে ঢাকা কিংবা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে।

চলমান..

গণশুনানি আয়োজন ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

গণশুনানি চলাকালীন চ্যালেঞ্জ

১. **বিলম্বে অনুষ্ঠান শুরু হওয়া:** ক্ষেত্র বিশেষে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করা ও তাদের প্রটোকল দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

২. **অতিথিদের দীর্ঘ বক্তৃতা:** ক্ষেত্র বিশেষে অতিথিদের দীর্ঘ বক্তৃতায় গণশুনানির উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় হওয়ার উদাহরণ রয়েছে যা গণশুনানির মূল কার্যক্রমকে ব্যহত করে।

গণশুনানি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ

১. **বদলি ও অবসরজনিত সমস্যা:** অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাদের একাংশ গণশুনানির পর বদলি ও অবসরে যাওয়ায় অভিযোগ ক্ষেত্রবিশেষে চাপা পড়ে যায়।

২. **প্রতিশ্রুতির ফলো-আপ না হওয়া:** গণশুনানিতে উপস্থিত কর্মকর্তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা ধারাবাহিকভাবে ফলো-আপে ঘাটতি রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীদের মুখোমুখি করার মাধ্যমে জনসাধারণেকে ক্ষমতায়িত করার সুযোগ সৃষ্টি এবং একই সাথে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

২. অভিযোগকারীদের একাংশ উত্থাপিত অভিযোগের সমাধান পেলেও, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিযোগের সমাধান জরিপকালীন সময় পর্যন্ত সম্ভব হয়নি

৩. গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ লক্ষণীয়।

৪. শুনানির পর প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই সেবার মানোন্নয়নে ইতিবাচক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে সেবাপ্রদানে পেশাদারিত্বের ঘাটতি লক্ষণীয়।

৫. গণশুনানি আয়োজনে দুদক ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার (জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দ) ঘাটতি রয়েছে।

সুপারিশ

১. **অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা:** কর্মকর্তাদের অবসর, বদলি বা অন্য কোনো কারণে যাতে অভিযোগের সমাধান বাধাগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. **গণশুনানির জন্য বাজেট:** গণশুনানি আয়োজনের জন্য দুদকসহ স্থানীয় প্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া।

৩. **অধিকতর প্রচারণা:** প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রচারণায় স্থানীয় এনজিও ও সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা।

৪. **শুনানি অনুষ্ঠান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন:** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণশুনানি কার্যক্রম শুরু করার পাশাপাশি গণশুনানিতে উপস্থিত অতিথিদের বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে অভিযোগকারীদের অভিযোগ শোনার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ।

৫. **অভিযোগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি:** অভিযোগকারীরা যাতে নির্ভয়ে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে এবং গণশুনানির পর যাতে কোনো হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে না পড়ে সে লক্ষ্যে দুদক ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. **প্রতিষ্ঠান/খাতভিত্তিক আলাদা গণশুনানি:** যে সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর অভিযোগের আধিক্য রয়েছে সে সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর পৃথক পৃথক গণশুনানি আয়োজন করা।

৭. **অভিযোগের ফলো-আপ:** শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দুদকের পক্ষ থেকে পরীবিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

৮. **সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা:** গণশুনানিতে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

ধন্যবাদ

এক নজরে জরিপকৃত গণশুনানি

জরিপে অংশগ্রহণকারী অভিযোগকারী ও প্রতিষ্ঠানের বিন্যাস

ক্রমিক নম্বর	গণশুনানির স্থান	অভিযোগকারী	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
১	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	১২	৫
২	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	১৫	৬
৩	সাভার, ঢাকা	১৪	৪
৪	শিবপুর, নরসিংদি	২১	২
৫	জুড়ী, মৌলভীবাজার	১৮	৫
৬	কিশোরগঞ্জ সদর	১৬	৩
৭	ঢাকা মহানগরী (ভূমি)	৭	৫
৮	ঢাকা মহানগরী (বিআরটিএ)	৯	১
৯	ঢাকা মহানগরী (রাজউক)	২৪	১
১০	চরফ্যাশন, ভোলা	১৭	৮
১১	সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	১৭	৩
১২	রূপসা, খুলনা,	১৩	৫
১৩	চকরিয়া, কক্সবাজার	১২	৩
মোট		১৯৫	৫১